দৈনিক বাংলা

73

তারিখ 3 OCT 1995

হরতালে শিক্ষার দফারফা

বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা বছর এবার একটু তাড়াতাড়িই শেষ হতে যাচ্ছে। হরতাল-অবরোধজনিত বিপত্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার বিদ্যালয়গুলোর দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষা নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু এবং দ্রুত শেষ হতে যাচ্ছে। সাধারণ-ভাবে এসব পরীক্ষা নবেম্বরের শেষ ভাগ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের পরীক্ষা আসছে দু তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এবং প্রয়োজনবোধে শুক্রবারেও পরীক্ষা নেয়া হবে।

পরীক্ষা এগিয়ে আনার ও আকস্মিক সিদ্ধান্ত ছাত্র এবং অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বিদ্যালয়গুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করে ফল প্রকাশের বিকল্প পথ কিছু নেই বলেই এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। হরতাল-অবরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সেশনজট এড়ানোর কৌশল হিসাবে দেশের সকল বিদ্যালয়ই এ ধারা অনুসরণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্ণিত লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে এ কৌশলের উপযোগিতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। তবে শিক্ষার প্রসঙ্গ বা লক্ষ্যের প্রশ্ন তুললে ভিন্ন কথা। উদ্বেগ দমন করা তখন সত্যি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

পরীক্ষা এগিয়ে আনার ফলে শিক্ষা বছর মাসখানেক সংকুচিত হচ্ছে। এতে শিক্ষাসূচী ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষাসূচী বা শিক্ষাদান ব্যাহত হওয়া কিন্তু এই এক মাসেই সীমিত নয়। হরতাল-অবরোধের চাপে গোটা বছরই তা ব্যাহত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিয়ে বা শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের প্রশ্নে সন্দেহ তাই থাকছেই। অন্যদিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যুক্তিও অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ না হলে বিদ্যালয় পর্যায়েও সেশনজট দেখা দেয়ার ভয় আছে। আর তার পরিণতিও মারাত্মক হতে বাধ্য। অবস্থাধীন এই আগাম পরীক্ষার উদ্যোগ মেনে নেয়া ছাড়া গতি তাই কিছু নেই।

রাজনীতির খেলার পুতুল জনগণকে সবই মেনে নিতে হয় বা হচ্ছে। উৎপাদন এবং বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার ক্ষতিও মেনে নিতে হয়েছে। তবু শিক্ষা নিয়ে এই হেলা-ফেলা মানতে কষ্ট হয়। কেননা, এর প্রভাব অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আমরা মনে করি, জাতির ভাগ্য নিয়ে আজ যারা এভাবে ছিনিমিনি খেলায় মেতেছেন, তারা বিষয়টি নতুন করে ভেবে দেখবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষা বছরের সমাপ্তি পর্বটি যদি সুন্দরভাবে শেষ করা যায়, ক্ষতির অনেকখানিই পুষিয়ে নৈয়া সম্ভব। আর তেমন কিছু করার সময় এখনও আছে। অস্থির অনিশ্চয়তা দূর করার আশ্বাস পেলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাসূচী সমাপ্ত করার মত সময় এখনও আছে।

আমরা এ কথা জেনে খুবই কৃতজ্ঞবোধ করছি যে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছুটির দিনে কাজ করেও শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষার চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছেন। তবে এতে আশ্বস্ত বোধ করা যায় না। জোর করে ঠেসে খাওয়ানো এবং রাতারাতি পাঠসূচী শেষ করার চেষ্টায় ভালোর চেয়ে মন্দের আশংকাই প্রবল। এতে অতিভোজের মত বিরূপ প্রতিক্রিয়াই অনিবার্য হয়। আমরা তাই সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে এ আবেদন রাখার পক্ষপাতী যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থের বিবেচনায় অনিষ্টকর কর্মসূচী পরিহারের কথা ভাবুন। ক্ষমতার চেয়ে শিক্ষার দাবী মেটানো অনেক বেশী জরুরী।